যুগান্তর
তারিখ ... OCT 07 2006 ...
পৃ: ৫ কলাম ৪.....

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনা ও বৈষম্য

'মন্ত্রিক জনস্বার্থে যেহেতু শিক্ষা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করতে হবে।... যেহেতু শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান, সেহেতু শিক্ষা-পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু শিক্ষকরা শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যেমন— শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত, সেহেতু ওইসব বিষয় নির্বাচন-নির্ধারণে তাদের ভূমিকা পালন হবে অপরিহার্য', 'শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতৈক্য/চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষকদের বেতন প্রদান করতে হবে।' 'বেতন কাঠামো শিক্ষকদের কোন অংশের মধ্যে এমন কোন অবিচার বা অসঙ্গতির সৃষ্টি করবে না যার পরিণামে শিক্ষকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।' 'কোন শিক্ষকের পেশাগত অসদাচরণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে হবে সুনির্দিষ্ট। অভিযুক্ত শিক্ষকের যথোপযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং মনোনীত প্রতিনিধি তার পক্ষে অবস্থান নিতে পারবে।'

এসব সুপারিশসহ শিক্ষকদের অধিকার, করণীয় ও মর্যাদা সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর ১৪৫টি সুপারিশমালা ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে জাতিসংঘের আরেকটি সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা— আইএলও অনুমোদন করে। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডোরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে '৫ অক্টোবরকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬ কোটি শিক্ষক 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করেছেন। উল্লেখ্য, শিক্ষক মর্যাদা সনদ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠদানকারী সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

বিশ্ব শিক্ষক কনফেডারেশনের উত্তরসূরি এডুকেশন ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ১৯৯৪ সালেই বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করে। ১৯৯৫ সালে বিএনপির বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক সমিতিগুলোর অধিকাংশের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে আরও বেশি সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে দিবসটি পালিত হয়। কিন্তু পরে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষকদের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল— ১. সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানজনক বেতন-ভাতা না থাকায় মেধাবীরা শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হচ্ছে না। স্বল্পসংখ্যক যারা আসে তারাও ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে আর্থিক নিশ্চয়তা ও মর্যাদার সন্ধানে পেশা ত্যাগ করে। কর্মরত শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্য বেতন পান না, সরকার থেকেও যা পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসার চলে না। বাড়ি ভাড়া মাত্র ১০০ টাকা। গত ঈদের আগের ঈদে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বানে বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন করে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে যে উৎসব ভাতা আদায় করেন, টাকার হিসাবে তা অনুল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষক বাদে বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের বেলায় ৪৪৪ টাকা ৩৭ পয়সা। ২. মানসম্মত পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ৩. অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কোন লাইব্রেরি নেই। প্রাথমিকের পরে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে লাইব্রেরি বা লাইব্রেরিয়ানের পদ কোনটাই নেই। ৪. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পদোন্নতি বা মর্যাদার উন্নয়ন যৌক্তিক হলেও গত ১৮ বছর ধরেই বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ঝুলে আছে। দীর্ঘদিন চাকরি করেও একজন কলেজ শিক্ষক অনুপাতের বিধি-নিষেধে প্রভাষকই থেকে যাচ্ছেন। পুত্রের সঙ্গে পিতা, শিষ্যের সঙ্গে গুরু বছরের পর বছর অবসর নিতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে থাকলেও সরকার স্বীকার করে না নেয়ায় প্রবীণতমরাও বিদায় নিচ্ছেন শুধু সহকারী অধ্যাপক হিসেবে। শুধু তাই নয়, বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের ২ ও ৮ বছর পূর্তিতে উচ্চতর স্কেল দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পেয়ে আসছিলেন,

তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন দেয়া হচ্ছে একই যোগ্যতা-অভিজ্ঞতার অধিকারী সরকারি প্রধান শিক্ষকদের একধাপ নিচে। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল নেই। সিনিয়র শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা নেই। আবার লাইব্রেরিয়ান ডেমোনস্ট্রেটরদের পদ পুরোপুরি অবরুদ্ধ। তাদের বেলায় পদোন্নতির একটি ধাপও নেই। অবসর গ্রহণকারী শিক্ষকরা— বর্তমানে প্রবীণ-নবীন সব শিক্ষকই অবর্ণনীয় বঞ্চনার শিকার। বিশেষ করে প্রবীণ শিক্ষকদের কমপক্ষে ৪টি ক্ষেত্রে অমানবিকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে : প্রথমত, কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্য অর্থ আগের তুলনায় ৪০% পর্যন্ত কম দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ২০০২ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে যে ৫ জন শিক্ষককে অবসর সুবিধা প্রদান করা হয়, তাদের মধ্যে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষকও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে আইন করে বিধান করা হয় যে, ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে অবসর গ্রহণকারীরা অবসর সুবিধার আওতায় আসবেন না। নতুন করে আরোপিত এ বয়সসীমার ফলে অবসর গ্রহণকারী হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে অবসর সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা পূরণের জন্য সরকার কয়েকশ' অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এক্সটেনশন প্রদান করলেও তাদের প্রাপ্য সরকারি বেতন-ভাতা না দিয়ে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য র
শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর পরিচা
পরিষদের সহ-সভাপ
এতদসত্ত্বেও ইউনেস্কো আইএ
১৪৫ ধারা সংবলিত যে শি
মর্যাদা সনদের স্মরণে আজ
বিশ্ব শিক্ষক দিবস, করা হ
যেমন:

১. যথোপযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থ... কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতি ও বেতন-ভাতা বন্ধ/স্থগিতকরণ।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের চাকরি থেকে অপসারণের অবৈধ আদেশ জারি।

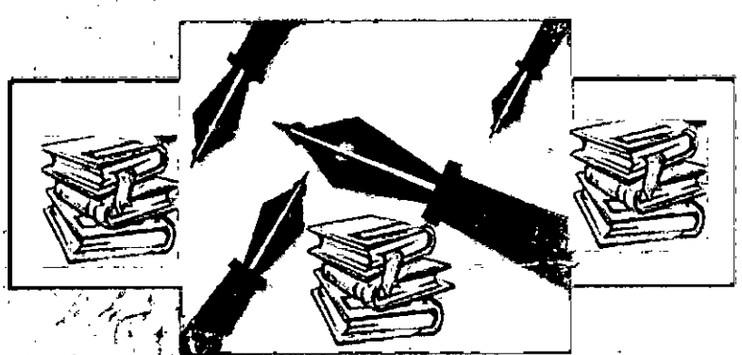

৩. ভিন্নমতের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানে যোগদানে ও নির্ধারিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধাদান।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধি প্রবর্তন না করে ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২/১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্যকরণ ও অতিরিক্ত শ্রমদানের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক/আর্থিক সুবিধা প্রদান না করা।

৫. রাজনৈতিক, আঞ্চলিক ও ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় ও অনুগ্রহপুষ্টদের দিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের।

৬. ইউনেস্কো-আইএলও বিধান মোতাবেক শিক্ষক/প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ।

৭. ইউনেস্কো-আইএলও বিধান মোতাবেক শিক্ষক/প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে কর্মঘণ্টা/প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকাল নির্ধারণ।

৮. ইউনেস্কো-আইএলও বিধান মোতাবেক পাঠ্যসূচি প্রণয়নে ও পরিবর্তনে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে সরকার/কর্তৃপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯. সমযোগ্যতা ও সমঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে অমানবিক বৈষম্য অব্যাহত রেখে ইউনেস্কো-আইএলও বিধি লঙ্ঘন।

১০. পক্ষপাতমূলক ও দলীয় বিবেচনায় সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ তার জনগণ। সমাজে শত বিভাজিত মতামত সত্ত্বেও বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে সুস্পষ্ট জাতীয় ঐকমত্য আছে। শিক্ষাকে ভিত্তি করেই এ রূপান্তর সম্ভব হলেও বাস্তবে এ ঐকমত্যের প্রতিফলন নেই। প্রায় একযুগ ধরে একাধিক সরকার শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বললেও শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনা ও বৈষম্য না কমে আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। মেধাবী তরুণরা শিক্ষকতায় আসছে না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকরা আগামী ২/৩ বছরের মধ্যেই অবসর নেয়ার পর ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান এমনকি বাংলায় পর্যন্ত দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা প্রকট হয়ে দেখা দেবে। উচ্চবিত্তদের সন্তানদের পাঠ
রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার মান
প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের
র পাঠদানকারী শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থা করুণ।
অনটনে ক্লিষ্ট, বঞ্চিত, জীবন-রক্ষা ও পরিবার-
নর ব্যয় নির্বাহে সদা উদ্বিগ্ন শিক্ষাদাতা মানুষগুলোর
প্রকৃতই মলিন। কর্ম সন্তুষ্টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
শিক্ষার ভিত্তিতেই যদি দেশের উন্নয়ন করতে হয়,
উন্নয়ন যদি দেশের উন্নয়ন হয় তাহলে একথা বলার
সেছে : 'শিক্ষা বাঁচলেই দেশ বাঁচবে, শিক্ষক না হলে
াঁচবে না।' সেজন্য প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত
শিক্ষককে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাকে
সমাজ ও রাষ্ট্রকে আজ এগিয়ে আসতে হবে।

কাজী ফারুক আহমেদ : *আহ্বায়ক, জাতীয় শিক্ষক-*